। **গহণা কর্মণো গতিঃ -কর্মের গতি দুর্জ্ঞয় কেন?**

ত্তরঃ কর্মযোগ ব্যাখ্যা করত গিয়ে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বলেন— *'গহনা কর্মণো গতিঃ'*—কর্মের গতি দুর্জ্ঞেয়। শ্রীকৃষ্ণ কর্মতত্ত্ব যথাযথ ব্যাখ্যা করার লক্ষ্যেই বক্ষ্যমান বক্তব্যের অবতারণা করেছেন।

বেদান্ত বলেছেন— *'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি'*-কর্ম করতেই হবে। কর্মের কোন বিকল্প হয় না—'কৃষকের শিশু কিংবা রাজার কুমার
সকলেরই রয়েছে কাজ এ বিশ্ব মাঝার।

বিশ্বসংসারে কর্মের অবশ্যকতা বিষয়ে গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।।

—কর্ম না করে কেউ ক্ষণমাত্রও থাকতে পারে না। শুধু তাই নয়, প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ কার্যত মানুষকে অবশ করিয়ে কর্ম করায়।

এই কর্ম তত্ত্ব অতীব সূক্ষ্ম। জ্ঞানিগণও এই কর্মতত্ত্ববিষয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।

কর্ম বহুভাগে বিভক্ত। প্রাথমিকভাবে কর্ম তিন প্রকারের—কর্ম, বিকর্ম ও অকর্ম। এরমধ্যে শাস্ত্রবিহিত ব্যাপারকে কর্ম বলা হয়। এই বিহিত কর্ম আবার চার প্রকারের—নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিককর্ম, কাম্যকর্ম ও প্রায়শ্চিত্তকর্ম। শাস্ত্রবিহিত

বর্ণাশ্রমসাধ্য কর্ম নিত্য কর্ম। যে কর্ম না করলে মনুষ্যজীবনে পাপের উদয় হয় তা নিত্যকর্ম। যেমন—স্নান, সন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতি। নিমিত্তবিশেষে যে কর্ম বিহিত, তা নৈমিত্তিক কর্ম। যেমন উপবাস, শ্রাদ্ধ, ব্রত, তর্পণ প্রভৃতি। গুরুজনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাঁদের বাক্যপালন ও নৈমিত্তিক কর্ম। ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত শাস্ত্রবিহিত কর্ম কাম্য কর্ম। ফলকামনার উদ্দেশ্যে যে কর্মসম্পাদিত হয়, তা কাম্যকর্ম। যেমন বৃষ্টিপ্রাপ্তির জন্য কারীরী যাগ, স্বর্গকামনায় জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি সোম যাগ। অপরপক্ষে পাপনাশের নিমিত্ত শাস্ত্রবিহিত কর্মের সম্পাদন প্রায়শ্চিত্ত কর্ম। প্রায়শ্চিত্ত কর্ম আবার সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে দু'প্রকারের। পাপ দূরীকরণে চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি কর্ম অসাধারণ প্রায়শ্চিত্ত। আর জন্ম-জন্মান্তরের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পাপস্খালনের জন্য সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত।

বিকর্ম হলো মিথ্যা, কপটতা, চৌর্য, ব্যভিচার, হিংসা প্রভৃতি পাপকর্ম। শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম বিকর্ম। শাস্ত্রশিক্ষা যাঁদের নেই, তাঁরা পাপ-পুণ্যের ভেদ করতে পারেন না, নিজের বুদ্ধি বলেই পাপ-পুণ্যের বিচার করে। যেমন ধর্মযুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে হত্যা কোন পাপ নয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা শূদ্রের পক্ষে নরহত্যা অন্যায়।

শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা সম্পাদিত কর্মের ত্যাগই হলো অকর্ম। কর্ম হতে বিরত হওয়াই অকর্ম।

আবার শ্রদ্ধাশূন্য কর্মও অকর্ম নামে অভিহিত হয়—

অশ্রদ্দধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যত পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ।।

—শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞ, দান, তপস্যা সবই অসৎ। এরূপ কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তির ইহলোক বা পরলোক কিছুই থাকে না।

নিষ্কাম কর্মযোগ অধিগত করতে হলে কর্মতত্ত্ব সম্যক্ রূপে জানতে হবে। শাস্ত্রবিহিত ব্যাপারানুষ্ঠান যদিও কর্ম, তথাপি তার ভেদ সমূহ কর্মযোগীকে জানতে হবে। শাস্ত্রবিহিত কর্ম কখন কি ভাবে সম্পন্ন করতে হবে, তা কেবল তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণই জানেন। তাঁদের উপদেশ মেনেই বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম সম্পাদন করতে হবে। অনুরূপভাবে বিকর্মের স্বরূপ ও জানা প্রয়োজন। অপরের অনিষ্ট

করে নিজের ইষ্ট সাধন বিকর্ম। কিন্তু পশুযাগে প্রাণীহত্যা পাপ নয়। তেমনি অকর্ম বিষয়েও সাধককে অবহিত হতে হবে। বিহিত কর্মের ত্যাগই অকর্ম। কিন্তু এই কর্মত্যাগ কখন করতে হবে, তা কর্মযোগীকে তত্ত্বদর্শীজ্ঞানীদের নিকট শিক্ষা করতে হবে।

কর্মতত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় হলও অজ্ঞেয় নয়। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণই এবিষয়ে উপদেশ করতে পারেন। সাধারণ জ্ঞানিগণ অনেক সময়ই কর্মতত্ত্ব বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। কেবলমাত্র তত্ত্বদর্শী অধিকারী আচার্যগণই দুর্জ্ঞেয় কর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করার উপযুক্ত ব্যক্তি—

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তৎ তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।।

৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং বর্ণিতা জ্ঞানযোগস্য প্রশস্তিঃ স্বভাষয়া বর্ণনীয়া।

জ্ঞা + ভাবে ল্যুট্ = জ্ঞানম্। জ্ঞানসংযোগেন যদা পরমাত্মনা সহ জীবাত্মনঃ যোগঃ সাধ্যতে স জ্ঞানযোগঃ।

জ্ঞানং সর্বাপেক্ষতঃ পবিত্রতমং বস্তু— 'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে'। জ্ঞানশব্দেন অত্র পরমাত্মা বোধ্যঃ। মনুষ্য জীবনস্য পরমপুরুষার্থস্য মোক্ষস্য প্রতিপাদকঃ জ্ঞানশব্দঃ।

একত্বং বুদ্ধিমনসোরিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সর্বশঃ।
আত্মনো ব্যাপিনস্তাত্ জ্ঞানমেতদনুত্তমম্।।

বেদাঃ পরমজ্ঞানস্য আধারভূতাঃ। কিন্তু বেদঃ কর্মকাণ্ডং জ্ঞানকাণ্ডমিতি দ্বিধা বিভক্তঃ। বেদোক্তঃ যজ্ঞ সমুদায়ঃ কর্মকাণ্ডসঞ্জ্ঞাতঃ। কর্মকাণ্ডং দ্রব্যসাপেক্ষঞ্চ। দ্রব্যসাধ্যস্য যজ্ঞকর্মণঃ ফলম্ অতীব ক্ষীণম্— *'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকে বিশন্তি'*। কিন্তু জ্ঞানশক্তিঃ যথা অনন্তা তথা অসীমা। দ্রব্যময়ং যজ্ঞকর্ম জ্ঞানে এব পরিসমাপ্যতে। ফলতঃ দ্রব্যসাধ্যাত্ যজ্ঞাত্ জ্ঞানযজ্ঞং বিশিষ্যতে।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।।

सकामकर्म कमाना वासनायुक्तम्। किन्तु ज्ञानं परमात्मज्ञानं सर्वथा कामानावासनाशून्यम् निष्कलुषम्। परमात्मा ज्ञानस्वरूपः। कर्मणाम् आत्यन्तिकी परिणतिः ज्ञाने एव भवति। ज्ञानेन योगी कर्मबन्धनात् मुक्तः भवति। ज्ञानयज्ञेन प्राक्तनकर्मफलानामपि विनाशः जायते। कर्मयज्ञस्य फलं सामयिकं क्षीणञ्च। परमात्मज्ञानात् कर्मयज्ञजनितं सुखम् अत्यल्पम्। अत्यल्पसुखमिदं ज्ञानयोगेन ब्रह्मानन्दे पर्यवसितं भवति। सांख्ययोगे परमपुरुषेण अथ उक्तम्—

यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके।
तावान् सर्वेषु वेदषु ब्राह्मणस्य विजानतः।।

—सर्वतोभावेन परिपूर्णं समुद्रं प्रपणात् परं क्षुद्रजलाशयेन मनुष्याणां यावत् प्रयोजनं तावदेव प्रयोजनं योगीनाम् आत्मज्ञानात् वेदेन। आत्मज्ञानलाभात् परम् आत्मज्ञस्य पृथक् कर्मानुष्ठानेन प्रयोजनं न विद्यते।

इदञ्च आत्मज्ञानं गुरुगम्यम्। अधिकारिणम् आचार्यम् अन्तरेण परमात्मज्ञानस्योपदेशः अपरैः असम्भवः। कर्मयोगी भक्तियुक्तेन चित्तेन एवम्बिधम् आश्चर्यम् आचार्यम् उपगम्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन च आत्मतत्त्वं जानीयात्।

तत्त्वदर्शी आचार्यः कुशीलीं शिष्यम् आत्मतत्त्वम् उपदेक्ष्यति। वत्सदर्शनेन गोमातुः दुग्धं यथा स्वतः क्षरति तथैव तत्त्वदर्शी आचार्यः योग्यतमाय शिष्याय आत्मज्ञानं प्रदातुम् अपेक्षते। मुण्डकोपनिषदि अपि उक्तम्— *'तद् विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्'*— तत्त्वज्ञानलाभार्थं तत्त्वजिज्ञासुः साधकः यज्ञकाष्ठेन दक्षिणास्वरूपं सह अभिमानशून्यः सन् तत्त्वज्ञम् आचार्यं गमिष्यति।

तत्त्वज्ञानां महापुरुषाणाम् उपदेशात् साधकस्य सर्वेषां मोहानाम् अवसानः भवति। मोहावसाने निर्मले अन्तःकरणे साधकः सर्वभूतेषु आत्मनम् आत्मनि च भूतसमग्रं पश्यति। सुखे-दुःखे च समी साधकः तदा

सर्वत्रैव सच्चिदानन्दघनम् परमात्मानं पश्यति।

'अभेददर्शनं ज्ञानम्'—सर्वभूतेषु अभेददर्शनं हि आत्मज्ञानस्य मूलम्। अभेददर्शनेन आत्मवित् सर्वस्मात् शोकात् दुःखाच्च मुक्तः भवति—*'शोकं तरति आत्मवित्'*। अग्नियोगेन यथा दाह्यवस्तूनां भस्मीभवनं साध्यते तथा ज्ञानाग्निना साधकस्य मोहः विनष्टः भवति—

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मासात् कुरुतेऽर्जुन।
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा।।

सर्वोत्कृष्टं परमात्मज्ञानं प्राप्य साधकस्य जडचेतनानाम् एकतारूपः हृदयग्रन्थिः भिन्नः भवति, सर्वसंशयाः छिन्नाः भवन्ति तथा च अज्ञानता— जडदेहस्थितम् आत्माभिमानं विनष्टं भवति। यथा च मुण्डकोपनिषदि—

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्ट परावरे।।

आत्मज्ञानं जगति सर्वापेक्षतः पवित्रतमम्। आत्मज्ञानं यथा पवित्रं तथा पवित्रकारकम्। ज्ञानं मूलोच्छेदं कृत्वा पापं विनाशयति। मुक्ति-उपनिषदि अथोच्यते-सर्वेषां कैवल्यं मुक्तिः ज्ञानमार्गेनोक्ता। सर्वेषां मुक्तिकामीसाधकानां कैवल्यं तथा मोक्षः ज्ञानेन केवलं सम्भवः।

परमात्मज्ञाने श्रद्धावतः जनस्य केवलम् अधिकारः अस्ति—

श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः।
ज्ञानं लब्धा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति।।

श्रद्धा नाम वेदवाक्येषु गुरुवाक्येषु विश्वासः। साधनपरायणः श्रद्धावान् जनः इन्द्रियसमूहान् विजित्य आत्मज्ञानं लब्धा ब्रह्मप्राप्तिरूपां परमां शान्तिं लभते। वेदेवदान्तेषु आचार्योपदेशेषु च श्रद्धावान् वश्यत्मा योगी विषयासक्तिं परित्यज्य ज्ञानसाधनायां व्रती भवति। एवञ्च योगी परमात्मसायुज्यं प्राप्य परमां शान्तिमधिगच्छति—

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুসারং মনঃ তস্য প্রকৃতিশ্চ ব্যাখ্যেয়া।

উঃ মনঃ ষষ্ঠেন্দ্রিয়ম্। মন্যতে বুদ্ধ্যতে চ অনয়া ইতি ব্যুৎপত্ত্যা মন্ + অসুন্ (সর্বধাতুভ্যোঽসুন্) প্রত্যয়নিষ্পন্নঃ মনঃ শব্দঃ। সপ্তদশলিঙ্গাশরীরস্য অন্যতমম্ উপাদানং মনঃ। মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিঃ। মনসা সহ পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়াণাং যোগে মনোময়কোশঃ বিরচ্যতে। ইন্দ্রিয়েষু মনঃ এব প্রধানম্। আত্মপরিচয়প্রদানকালে শ্রীভগবতা অর্জুনঃ উপদিষ্টঃ— *'ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা'*। অমরকোষানুসারং চিত্ত-চেত-হৃদয়-স্বান্তঃ-হৃৎ-মানসং চ মনসঃ পর্যায়শব্দঃ। সুখ-দুঃখ-ইচ্ছা-দ্বেষ-মতি-যত্নাদীনি মনঃসাধ্যানি। মহাভারতে মনসঃ নবগুণানাম্ উল্লেখং দৃশ্যতে—

ধৈর্যোপপত্তিব্যক্তিশ্চ বিসর্গঃ কল্পনা ক্ষমা।
সদসচ্চাশুতা চৈব মনসো নব বৈ গুণাঃ।।

পাঞ্চভৌতিকোপাদানেন নির্মিতং জীবশরীরম্। পঞ্চমহাভূতানি (ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোমন্ ইত্যাদীনি), পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ানি (কর্ণ-ত্বক্-অক্ষি-জিহ্বা-নাসিকা চ) পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ানি (বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থশ্চ, মহৎ, বুদ্ধিঃ অহঙ্কারশ্চ ইত্যাদীভিঃ প্রকৃতিকার্যৈঃ জীবশরীরং গঠিতম্। পুরুষশ্চ অসঙ্গঃ— *ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষঃ*। শ্রীকৃষ্ণেন উক্তা অষ্টৌ প্রকৃতিঃ সাংখ্যবর্ণিতানাম্ উপাদানানাং সমষ্টিঃ।

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ।।

ঈশ্বরকৃষ্ণাচার্যেণ বিরচিতায়াং সাংখ্যকারিকায়াং পাতঞ্জলযোগদর্শনেঽপি জগদ্ব্যাখ্যা অনুরূপাএব—

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ।।

পাতঞ্জলে যোগদর্শনে উক্তম্—'বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্বণি'। তত্র বিশেষাঃ—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়াণি, মনঃ পঞ্চ স্থূলমহাভূতানি। অবিশেষাঃ—অহঙ্কারঃ পঞ্চতন্মাত্রাণি, লিঙ্গামাত্রং তথা মহৎতত্ত্বম্ এবঞ্চ অলিঙ্গম্—মূলা প্রকৃতিঃ ইতি চতুর্বিংশতত্ত্বানি গুণরাশেঃ অবস্থাবিশেষাঃ। যোগদর্শনে চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি 'দৃশ্য' ইতি নাম্না অভিহিতানি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং পাঞ্চভৌতিকং জীবশরীরং 'ক্ষেত্রম্' নাম্না অভিহিতম্।

মনঃ অস্য জীবশরীরস্য তথা ক্ষেত্রস্য অন্যতমম্ উপাদানম্। ইন্দ্রিয়াণি মনসা সহ বিষয়ভোগেষু ধাবন্তি। এবঞ্চ মনঃসংযোগেন সাধকাঃ বিষয়ভোগং পরিত্যজ্য আত্মজ্ঞানলাভে তৎপরাঃ ভবন্তি। অথ বিষ্ণুপুরাণে উক্তম্—

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধস্য বিষয়াসঙ্গি মুক্তের্নির্বিষয়ং তথা।।

একদেশেন্দ্রিয়গতেঽপি মনঃ অতীন্দ্রিয়ম্, অণুপরিমাণঞ্চ। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উক্তম্—*'অনিরূপ্যমদৃশঞ্চ জ্ঞানভেদং মনঃ স্মৃতম্'।*

সাংখ্যদর্শনে মনঃ 'উভয়াত্মকম্' ইতি বর্ণিতম্। মনঃ ইন্দ্রিয়ম্। অন্যানি ইন্দ্রিয়াণি ইব মনঃ ন প্রত্যক্ষযোগ্যম্। মনঃ যদ্যপি ইন্দ্রিয়াণাং নিয়ন্ত্রকং তথাপি তৎ ইন্দ্রিয়ধর্মবিশিষ্টম্। মনঃ যুগপৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ং কর্মেন্দ্রিয়ঞ্চ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ে আরূঢ়ং সৎ মনঃ ইন্দ্রিয়কার্যং সাধনাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ম্, তথা চ কর্মেন্দ্রিয়াণাম্ অধ্যক্ষত্বাৎ মনঃ কর্মেন্দ্রিয়ম্।

মনঃ সঙ্কল্পাত্মকম্। সঙ্কল্পং বিচার-বিবেচনং মনসঃ অসাধারণঃ ধর্মঃ। চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি বস্তূণাং সামান্যতঃ আকারগ্রহণে সক্ষমানি। কিন্তু তেষাং বিশেষাকারঃ মনসা এব গৃহ্যতে।

সত্ত্বগুণস্য একস্মিন্ পরিণামবিশেষে মনসঃ উৎপত্তিঃ। সাংখ্যসূত্রানুসারং *'মহদাখ্যমাদ্যং কার্যং তন্মনঃ'*। প্রকৃতেঃ প্রথমঃ বিকারঃ মনঃ।

কঠোপনিষদি মনঃ প্রগ্রহরূপেণ বর্ণিতম্— *'মনঃ প্রগ্রহমেব'*। প্রগ্রহেন

সারথিনা রথগতিঃ নিয়ন্ত্র্যতে। প্রকৃতেঃ গুণত্রয়েণ সত্ত্বরজস্তমসা মনঃ প্রভাবিতং ভবতি। নির্মলপ্রকাশকবিকারশূন্যেন সত্ত্বগুণেন মনঃ নির্মলং প্রশান্তং চ ভবতি। কিন্তু মোহকারকেন রজসা আসক্তিযুক্তং মনঃ বিষয়ভোগেষু লিপ্তং ভবতি। তথা চ অজ্ঞানজেন তমসা মনঃ জীবাত্মানং প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ মোহিতং করোতি।

পরমকল্যাণং তথা ঈশ্বরসান্নিধ্যং প্রাপ্তয়ে মনসঃ সাত্ত্বিকভাবঃ কাম্যঃ। সাত্ত্বিকভাবস্য উদয়ে মনঃ যথা প্রশান্তং তথা নির্মলং ভবতি। তদা মনঃ কামনাবাসনয়া ন স্পৃষ্টং ভবতি। সাত্ত্বিকেন মনসা মনুষ্যাঃ উদারতা-ঈশ্বরমুখীনতা-বিশ্বভ্রাতৃত্বৈঃ চ বিবিধৈঃ সদ্‌গুণৈঃ ভূষিতাঃ ভবন্তি। প্রমথনশীলানি ইন্দ্রিয়াণি তদা মনঃ বিচালয়িতুং ন সমর্থানি ভবন্তি। তদা চ মনঃ উত্তম সুখেন যুক্তং ভবতি—

প্রশান্ত মনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্।।

২। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা অনুসারে মন ও তার প্রকৃতি আলোচনা কর।

উঃ মন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। মন্যতে বুধ্যতে অনেন—এই ব্যুৎপত্তিতে মন্ + অসুন্ (সর্বধাতুভ্যোঽসুন্) প্রত্যয়নিষ্পন্ন মন শব্দ। সপ্তদশ লিঙ্গশরীরের অন্যতম উপাদান মন। মন সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি। মন পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের সাথে মনোময় কোশ রচনা করে। ষট্ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে মনই প্রধান। শ্রীমান অর্জুনকে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে ভগবান্ বলেছেন— *'ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা'*। অমরকোষ অনুসারে চিত্ত, চেত, হৃদয়, স্বান্তঃ, হৃৎ, মানস প্রভৃতি মনের পর্যায় শব্দ। সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, মতি, যত্ন প্রভৃতি অনুভূতি মনসাধ্য। মহাভারতে মনের নয়টি গুণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

ধৈর্যোপপত্তিব্যক্তিশ্চ বিসর্গঃ কল্পনা ক্ষমা।
সদসচ্চাশ্রুতা চৈব মনসো নব বৈ গুণাঃ।।

পাঞ্চভৌতিক উপাদানে নির্মিত জীবশরীর। পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোমন্), পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা), পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ), পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ,

রূপ, রস, গন্ধ) মহৎ, বুদ্ধি, অহঙ্কার— এই তেইশটি তত্ত্বে জীবদেহ গঠিত। সাংখ্যবর্ণিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অন্যতম প্রকৃতির কার্য এই চতুর্বিংশতি উপাদান। পুরুষ অসঙ্গ—ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যে অষ্ট প্রকৃতির কথা বলেছেন, সেগুলি উক্ত উপাদানের সমষ্টি—

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ।।

আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা ও পাতঞ্জল দর্শনেও জীবসৃষ্টির অনুরূপ বর্ণনা দেখা যায়—

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ।।

মহর্ষি পতঞ্জলির যোগদর্শনে বলা হয়েছে---- *'বিশেষাবিশেষলিঙ্গামাত্রালিঙ্গানি গুণপর্বণি'*। বিশেষ অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ স্থূল ভূত, অবিশেষ অর্থাৎ অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্রসমূহ, লিঙ্গামাত্র অর্থাৎ মহৎতত্ত্ব এবং অলিঙ্গ অর্থাৎ মূলা প্রকৃতি—এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, গুণ রাশির অবস্থা বিশেষ। যোগগর্শনে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, 'দৃশ্য' নামে অভিহিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বে রচিত জীব শরীর 'ক্ষেত্র' নামে অভিহিত।

মন এই জীবশরীর বা ক্ষেত্রের অন্যতম উপাদান। ইন্দ্রিয় সমূহ এই মনের সাহায্যেই বিষয় ভোগে প্রবর্তিত হয়। আবার এই মনের সাহায্যেই মানুষ বিষয়ভোগ ত্যাগ করে আত্মজ্ঞান লাভে তৎপর হয়। বিষ্ণুপুরাণে তাই বলা হয়েছে—

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধস্য বিষয়াসঙ্গি মুক্তের্নির্বিষয়ং তথা।।

একাদশ ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত হলেও মন অতীন্দ্রিয় এবং অণুপরিমান। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও মনের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে— *'অনিরূপ্যমদৃশঞ্চ জ্ঞানভেদং মনঃ স্মৃতম্'*।

সাংখ্য দর্শনে মনকে 'উভয়াত্মকম্' বলা হয়েছে। মন ইন্দ্রিয়। কিন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মতো মন প্রত্যক্ষযোগ্য নয়, মন অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রক হলেও

ইন্দ্রিয়ধর্মবিশিষ্ট। মনকে যুগুপৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় বলা হয়। মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ে আরূঢ় হয়ে কার্য করে বলে জ্ঞানেন্দ্রিয়, আবার কর্মেন্দ্রিয়ের অধাক্ষ হয় বলে মন কর্মেন্দ্রিয়।

মন সঙ্কল্পাত্মক। সঙ্কল্প অর্থাৎ বিচার-বিবেচনা মনের অসাধরণ ধর্ম। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বস্তুর সামান্য আকার গ্রহণে কেবল সক্ষম। কিন্তু মনের মাধ্যমেই বস্তুর বিশেষ আকারের বোধ জন্মায়।

সত্ত্বগুণের এক বিশেষ পরিণামে মনের উৎপত্তি। সাংখ্যসূত্রে বলা হয়েছে— *'মহদাখ্যমাদ্যং কার্যং তন্মনঃ।'* প্রকৃতির আদি কার্য বা প্রথম বিকার মহৎ। মন ইহারই কার্য। অর্থাৎ মহত্তত্ব থেকেই মনের উৎপত্তি।

কঠোপনিষদে মনকে 'প্রগ্রহ' (বল্গা) বলা হয়েছে— *'মনঃ প্রগ্রহমেব চ'।* বল্গার সাহায্যে সারথি রথের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। বুদ্ধি ও তেমনি মনের সাহয্যেই ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকৃতির গুণত্রয় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা মন প্রভাবিত হয়। সত্ত্বগুণ তৃষ্ণা ও মোহকারক। রজোগুণের প্রভাবে মন কামনা, বাসনা ও আসক্তি যুক্ত হয়ে বিষয়ভোগে লিপ্ত হয়। আর তমোগুণ অজ্ঞান জাত। তমোগুণের প্রভাবে প্রভাবিত মন জীবাত্মাকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা মোহিত করে রাখে।

পরমকল্যাণ তথা ঈশ্বর সান্নিধ্য প্রাপ্তির জন্য মনের সাত্ত্বিক ভাব একান্ত প্রয়োজন। সাত্ত্বিক ভাবের উদয়ে মন প্রশান্ত ও নির্মল হয়। তখন ভোগ, কামনা, বাসনার আবিলতা মনকে স্পর্শ করতে পারে না। উদারতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, ঈশ্বরমুখীনতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে মানুষ ভূষিত হয়। প্রমথনশীল ইন্দ্রিয় সমূহ তখন আর মনকে কুপথে নিতে পারে না। মানুষ তখন এক উত্তম সুখ অনুভব করে।

প্রশান্ত মনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মাভূতমকল্মষম্।।